দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৬ ...... কলাম ৭ ......

রাবির ১০টি হল ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের দখলে ॥ অস্ত্র মজুদ

রাজশাহী, ১৪ জুলাই, সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে। আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই ১০টি আবাসিক হল মৌলবাদী ছাত্রশিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারা সেখানে আরও বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ক্যাডারের সমাবেশ এবং বোমা ও অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলেছে। শনিবার ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল ক্যাম্পাসে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ক্যাডারের সমন্বয়ে ও পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এদিকে শনিবার শহীদ হাবিবুর রহমান হলে ছাদে শক্তিশালী বোমা পাওয়ার পর সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবাসিক হলগুলোতে অবস্থানকারী অধিকাংশ ছাত্র হলত্যাগ করে শহরের মেসে উঠতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে শনিবার বিকালে ক্যাম্পাসে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ জুলাই ক্যাম্পাসে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীসহ প্রগতিশীল অন্যান্য সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা শিবিরের মানসিক চাপে হলত্যাগে বাধ্য হয়। এর পর থেকে হলগুলো শিবির নিয়ন্ত্রণ করছে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল সমাবেশ

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার বেলা ১১টার দিকে শিবির ও ছাত্রদল কর্মীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। প্রথমদিকে পুলিশ তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও পরে আর কিছু বলেনি। ফলে শিবির ও ছাত্রদল কর্মীরা পুলিশ প্রহরায় মিছিল শেষে নিজ নিজ দলীয় টেন্টে সমাবেশ করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টু এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে শিবির ও ছাত্রদলের মিছিল সমাবেশ করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শনিবার এ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে পিন্টু জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় শিবির ও ছাত্রদল যৌথভাবে এসব করছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিআইটিতে ছাত্রলীগ নেতাদের রুম ভাংচুর

শুক্রবার রাতে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদল নেতাকর্মীরা রাজশাহী বিআইটির আবাসিক হলগুলোতে তাণ্ডব চালিয়েছে। তারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের রুম থেকে বের করে দিয়ে ভাংচুরের তাণ্ডব চালায়। বিআইটি শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি বিআইটির পরিচালককে জানিয়েছেন। ছাত্রলীগ কর্মীরা জানায়, ছাত্রদল কর্মীরা তাদের অন্তত শতাধিক কক্ষ ভাংচুর ও জিনিসপত্র লুটপাট করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে বিআইটির পরিচালকের সাথে যোগাযোগের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।